সমকাল

তারিখ 31 DEC 2015
পৃ ৪ কলাম ৬

বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগে নতুন নীতিমালা

■ বিশেষ প্রতিনিধি

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের নতুন নীতিমালা জারি করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। গতকাল বুধবার শিক্ষা সচিব মো. সোহরাব হোসাইন স্বাক্ষরিত পরিপত্রে বলা হয়েছে, শুধু নতুন শিক্ষক নিয়োগে এই নীতিমালা প্রযোজ্য হবে। তবে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, প্রধান শিক্ষক, সুপার, সহকারী প্রধান শিক্ষকসহ যেসব পদে নিয়োগ দেওয়ার জন্য প্রার্থীদের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন রয়েছে, সেসব পদে জন্য নতুন নীতিমালা কার্যকর হবে না।

চলতি বছরের ১১ নভেম্বর মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত পরিপত্রটিও বাতিল করা হয়েছে। অর্থাৎ, শিক্ষক নিয়োগে যে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল তা বাতিল করা হয়েছে। পরিপত্রে বলা হয়েছে, প্রত্যেক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানপ্রধান তার প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের নিয়োগযোগ্য পদের একটি চাহিদাপত্র সংশ্লিষ্ট ম্যানেজিং কমিটি-গভর্নিং বডির অনুমোদনক্রমে পরবর্তী পঞ্জিকা বছরে উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে পাঠাবেন করবেন। তিনি প্রাপ্ত সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চাহিদা একীভূত করে ৩১ অক্টোবরের মধ্যে একটি সংকলিত/সমন্বিত চাহিদাপত্র জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে পাঠাবেন। জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার ওই চাহিদাগুলো একীভূত করে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে একটি সংকলিত/সমন্বিত চাহিদাপত্র (Hard Copy & Soft Copy) এনটিআরসিএতে পাঠানো নিশ্চিত করবেন। এনটিআরসিএ প্রতি বছর প্রার্থী বাছাই-সংক্রান্ত সব পরীক্ষা গ্রহণ করে চাহিদা অনুযায়ী পদ/বিষয়ভিত্তিক জাতীয়-বিভাগ-জেলা-উপজেলা-থানাওয়ারি মেধাক্রম প্রণয়ন করে ফলাফল ঘোষণা করবে।

বুধবার জারিকৃত পরিপত্রে বলা হয়েছে, বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে অনুসরণীয় এ পদ্ধতি কেবল প্রথম প্রবেশ (শিক্ষক হিসেবে নতুন নিয়োগ) পর্যায়ের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এনটিআরসিএ www.ntrca.gov.bd ওয়েবসাইটে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করবে এবং নিবন্ধিত প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করবেন।